|  |
| --- |
| **রেলপথ মন্ত্রণালয়** |

**১.0 ভূমিকা**

রেল যোগাযোগ ও পরিবহণ পরিষেবার মানোন্নয়নকে ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং প্রেক্ষিত পরিকল্পনা রূপকল্প ২০২১-৪১ শীর্ষক জাতীয় দলিলে অগ্রাধিকার খাত হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। রেলওয়ের মহাপরিকল্পনায় জুলাই/২০১৬ থেকে জুন/২০৪৫ পর্যন্ত ৬টি পর্যায়ে বাস্তবায়নের জন্য ৫,৫৩,৬৬২ কোটি টাকা ব্যয়ে মোট ২৩০টি প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এসব উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে রেল যোগাযোগ ও পরিবহণ পরিষেবার সার্বিক মানোন্নয়ন ঘটবে, অভ্যন্তরীণ রেল নেটওয়ার্কের সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন হবে এবং আন্তর্জাতিক রেল যোগাযোগ (ট্রান্স এশিয়ান রেল নেটওয়ার্ক, সার্ক নেটওয়ার্ক ইত্যাদি) প্রতিষ্ঠা হবে। দক্ষ ও নিরাপদ রেলসেবা প্রদান এবং নারীর ক্ষমতায়ন, অগ্রগতি বা অগ্রাধিকার নিশ্চিতকরণের অংশ হিসেবে নারী যাত্রীদের জন্য উন্নত, নির্ভরযোগ্য এবং নিরাপদ যাত্রী ও মালামাল পরিবহণ পরিষেবার প্রবর্তন, যেমন− নারী যাত্রীদের জন্য পৃথক রেস্টরুম, ওয়াশরুম ও টিকেট কাউন্টারের ব্যবস্থা, ঘরে বসেই অনলাইনে ই-টিকেট বুকিং এবং টিকেট কালোবাজারি বন্ধকরণের লক্ষ্যে জাতীয় পরিচয়পত্র/জন্মনিবন্ধন যাচাইয়ের মাধ্যমে রেলওয়ে আন্তঃনগর ট্রেনের টিকেটের ব্যবস্থা, সার্বিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদারকরণ প্রভৃতি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ফলে নারীদের ট্রেনে যাতায়াত ও মালামাল পরিবহণ অনেকগুণ বেড়েছে। যাতায়াত ও পণ্য পরিবহণ সহজ, সুলভ ও নিরাপদ হওয়ায় উদ্যোক্তা ও শ্রমিক উভয়ক্ষেত্রেই নারীর অংশগ্রহণ বাড়ছে, যা নারীর আর্থসামাজিক উন্নয়নে প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখছে।

**২.0 আইন, পরিকল্পনা দলিল ও নীতিমালায় বর্ণিত নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগের ম্যান্ডেট**

রেলপথ মন্ত্রণালয় জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি-২০১১-এর ১৯.১ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ইঞ্জিনচালিত পাবলিক যানবাহনে নারীদের জন্য ৩০ শতাংশ আসন সংরক্ষণের যে নীতি ঘোষিত হয়েছে তার আলোকে ভবিষ্যতে সকল রুটের ট্রেনে নারীদের জন্য ৩০ শতাংশ আসন সংরক্ষিত রাখার কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত নীতির ২৩.১১ নং ধারার নির্দেশনা অনুযায়ী রেলপথ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ রেলওয়ের দপ্তরসমূহে কর্মরত নারীদের পৃথক পৃথক রেস্টরুমসহ বিভিন্ন সুবিধাদি নিশ্চিত করা হয়েছে। এছাড়া দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপন করার কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। টেকসই, নিরাপদ ও মানসম্মত রেলওয়ে অবকাঠামো এবং সমন্বিত আধুনিক গণপরিবহণ গড়ে তোলার মাধ্যমে বাংলাদেশ রেলওয়ে দেশের নারী-পুরুষ সকলের অর্থনৈতিক উন্নয়ন, কর্মসৃজন এবং দারিদ্র্য বিমোচন প্রভৃতি উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। সরকারের উক্ত কৌশলগত নীতির আলোকে বাংলাদেশ রেলওয়ে নিজস্ব নীতি-কৌশল প্রণয়ন, প্রধান কার্যক্রম এবং অগ্রাধিকার খাত নির্ধারণ করেছে। এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য কৌশলগত উদ্দেশ্য হিসেবে রেলওয়ের অবকাঠামো সংস্কার, মেরামত, সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও সম্প্রসারণসহ আঞ্চলিক ও উপ-আঞ্চলিক যোগাযোগ সহজীকরণ, নিরাপদ ও আরামদায়ক রেল ভ্রমণ নিশ্চিতকরণ, দরিদ্র ও মহিলাসহ সকলের জন্য সহজলভ্য সেবা নিশ্চিতকরণ প্রভৃতি নির্ধারণ করা হয়েছে।

**৩.0 মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থায় কর্মরত এবং উপকারভোগী নারী ও পুরুষের তথ্য**

**৩.১ কর্মরত নারী ও পুরুষের তথ্য**

| **প্রতিষ্ঠান** | **মোট** | **পুরুষ** | **নারী** | **নারীর শতকরা হার** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| বাংলাদেশ রেলওয়ে | ২৪,৩৪৬ | ২৩,৩৬১ | ৯৮৫ | ৪.1 |
| **মোট** | **২৪,৩৪৬** | **২৩,৩৬১** | **৯৮৫** | **৪.1** |

**৩.২ উপকারভোগী নারী ও পুরুষের তথ্য**

রেললাইন নির্মাণ এবং মেরামত কাজে নারী শ্রমিকের অংশগ্রহণের ফলে নারীরা আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হচ্ছে। সীমিত পর্যায়ে ঠিকাদারি কাজেও নারীদের অংশগ্রহণ বাড়ছে। বর্তমানে ট্রেন পরিচালনা, ওয়ার্কশপসমূহের কারিগরি কাজসহ বিভিন্ন প্রায়োগিক কৌশল ও কারিগরি কাজে নারী কর্মীদের অংশগ্রহণ বাড়ছে। এছাড়া লোকোমাস্টার, টিকেট চেকিং, স্টেশন মাস্টার হিসেবে দায়িত্ব পালনেও নারীদের অংশগ্রহণ ব্যাপক হারে বেড়েছে।

**4.০ মন্ত্রণালয়/বিভাগের বাজেটে নারীর হিস্যা**

(কোটি টাকায়)

| **বিবরণ** | **বাজেট 20২4-25** | | | **সংশোধিত 2023-২4** | | | **বাজেট 2023-২4** | | | **প্রকৃত 2022-23** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **বাজেট** | **নারীর হিস্যা** | | **সংশোধিত** | **নারীর হিস্যা** | | **বাজেট** | **নারীর হিস্যা** | | **প্রকৃত** | **নারীর হিস্যা** | |
| **নারী** | **শতকরা হার** | **নারী** | **শতকরা হার** | **নারী** | **শতকরা হার** | **নারী** | **শতকরা হার** |
| মোট বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| বিভাগের বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| উন্নয়ন বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| পরিচালন বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

সূত্র: আরসিজিপি ডাটাবেইজ

**৫.0 মন্ত্রণালয়ের অগ্রাধিকারসম্পন্ন ব্যয়খাত/কর্মসূচিসমূহের মাধ্যমে নারী উন্নয়নের প্রভাব**

| **অগ্রাধিকারসম্পন্ন ব্যয়খাত/কর্মসূচিসমূহ** | **নারী উন্নয়নে এর প্রভাব (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ)** |
| --- | --- |
| বাংলাদেশ রেলওয়ের বিদ্যমান অবকাঠামো ও রোলিং স্টক পুনর্বাসন | বাংলাদেশ রেলওয়ের গুরুত্বপূর্ণ ও বড়ো বড়ো স্টেশনে নারী যাত্রীদের জন্য আলাদা টিকিট কাউন্টার স্থাপন এবং গৃহীত নিরাপত্তা ব্যবস্থার ফলে রেলস্টেশনের মতো জনবহুল স্থানে নারীর অবাধ চলাফেরা নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে। বর্তমানে ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জ রুটে নারী যাত্রীদের জন্য পৃথক কোচ সংরক্ষণ করা হয়েছে। এছাড়া তুরাগ এক্সপ্রেস এবং টাঙ্গাইল কমিউটার ট্রেনে নারী যাত্রীদের জন্য পৃথক কোচ সংরক্ষণ করা হচ্ছে। |
| রেলওয়ের সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়ন | রেলসেবায় বিপুল সংখ্যক নারী যাত্রী দেশের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণের ফলে উৎপাদন, শ্রমবাজার ও আয়বর্ধক কাজে নারীর অধিকতর অংশগ্রহণ নিশ্চিত সম্ভব হচ্ছে। বাংলাদেশ রেলওয়ের সার্বিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার লক্ষ্যে নারী কর্মকর্তা এবং কর্মচারীগণ বিভিন্ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা অর্জনের সুযোগ পাচ্ছে। |

**6.0 নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগের সাম্প্রতিক সময়ের উল্লেখযোগ্য সাফল্য**

রেলপথ মন্ত্রণালয়ের গৃহীত কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়নের ফলে বাংলাদেশ রেলওয়েতে কর্মরত নারী কর্মকর্তা/ কর্মচারীগণের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন, পারিবারিক ও সামাজিক বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এছাড়া ট্রেন পরিচালনা, ওয়ার্কশপসমূহের কারিগরি কাজ, রেললাইন নির্মাণ ও মেরামত কাজ এবং সীমিত পর্যায়ে ঠিকাদারী কাজে নারী কর্মীদের অংশগ্রহণ বাড়ছে। নারী যাত্রীদের জন্য পৃথক রেস্টরুম, ওয়াশরুম ও টিকেট কাউন্টারের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের অবকাঠামো নির্মাণ, রোলিং স্টক সংগ্রহ, রক্ষণাবেক্ষণ ও পুনর্বাসন কাজে নারীদের অংশগ্রহণ বেড়েছে। ফাস্ট ট্র্যাক প্রকল্পভুক্ত ‘দোহাজারী হতে রামু হয়ে কক্সবাজার এবং রামু হতে মায়ানমারের নিকটে গুনদুম পর্যন্ত সিঙ্গেল লাইন ডুয়েল গেজ ট্র্যাক নির্মাণ’ এবং ‘পদ্মা সেতু রেল সংযোগ প্রকল্প’ কার্যক্রমে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের পরিবার-প্রধান মহিলা হলে অতিরিক্ত ১০,০০০ টাকা অনুদান প্রদান করা হচ্ছে।

**7.0 নারী উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্রতিবন্ধকতাসমূহ**

* বাংলাদেশ রেলওয়ের সকল স্টেশনে নারী যাত্রীদের জন্য আলাদা টিকিট কাউন্টার না থাকা;
* প্রতিটি স্টেশনে ও ট্রেনে নারী যাত্রীদের জন্য ব্রেস্ট ফিডিং কর্নারের অপ্রতুলতা; এবং
* নারী যাত্রীদের জন্য মানসম্মত ও পর্যাপ্ত পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা না থাকা।

**8.0 ভবিষ্যৎ করণীয় সম্পর্কে সুপারিশ**

**স্বল্পমেয়াদি (১-২ বছর)**

* প্রতিটি স্টেশনে এবং ট্রেনে শিশু এবং মহিলা যাত্রীদের জন্য প্রাথমিক চিকিৎসা ব্যবস্থা; এবং
* নারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য ডে-কেয়ার সেন্টারের ব্যবস্থা করা।

**মধ্যমেয়াদি (৩-৫ বছর)**

* চাহিদা অনুযায়ী পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন রুটে মহিলাদের জন্য আলাদা কোচ বা আসন সংরক্ষণ করা;
* নারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য পৃথক প্রক্ষালন কক্ষসহ নামাজের কক্ষ স্থাপন; এবং
* মহিলা নিরাপত্তাকর্মীর ব্যবস্থা রাখা এবং প্রতিটি স্টেশন ও ট্রেনের শিশু ও নারী যাত্রীদের জন্য পর্যায়ক্রমে নিরাপদ পানীয় জল সরবরাহ করা।

**দীর্ঘমেয়াদি (৫+ বছর)**

* পর্যায়ক্রমে প্রতিটি রেলওয়ে স্টেশনে মহিলা টিকিট কাউন্টারের ব্যবস্থা করা, মহিলাদের জন্য আধুনিক সুবিধাসহ ওয়েটিং রুম এবং টয়লেটের ব্যবস্থা করা; এবং
* চাহিদা অনুযায়ী পর্যায়ক্রমে সকল রুটে মহিলাদের জন্য আলাদা কোচ বা আসন সংরক্ষণ করা।